

হঠাৎ করেই ফেসবুক এ একটা একাউন্ট দেখলাম জেনি ব্যানার্জী নামে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠালাম। প্রথম নিজেই hi লিখে ম্যাসেজ ও করলাম লেখার পর তোমার রিপ্লাই ও পেলাম। সমাজ টা এমন হয়ে গেছে যে কোনো অচেনা মেয়ে ম্যাসেজ করলেই মনে হয় সেটা fake একাউন্ট। এই নিয়ে তোমার সাথে অনেক তর্ক বিতর্ক হলো। তুমি নিজের একটা ছবি দিলে বাশ প্রথম ছবি তেই ফিদা হয়ে গেলাম তাও মন মানতে চাইছিল না ওটা রিয়াল একাউন্ট। একদিন হঠাৎ করে মজার বসেই বলে ফেললাম আমার সাথে প্রেম করবে তুমি বললে প্রেম জিনিস টা হটাৎ করে হয় নাকি দিয়ে সময় নিলে। তারপর আবারও ওই fake একাউন্ট নিয়ে একটু দ্বিমত হলো। একদিন বিকেল বেলা হটাৎ করেই নিজের নম্বর টা আমাকে দিলে সেদিন কিছুটা কথাও বললাম আমার খুব ভালো লেগেছিলো তোমার সাথে কথা বলে। আবার তোমার প্রতি আকর্ষিত হয়েই তোমাকে প্রপোজ করলাম, তুমি এক সপ্তাহ সময় চেয়ে নিলে। তারপরই এলো সেই মুহূর্ত যেটা হয়তো আমার জীবন এ ঘটে অন্যতম একটা বিশেষ মুহূর্ত 29th জানুয়ারি ঠিক রাত্রি 12টার সময় তোমার দেয়া 7দিন সমাপ্তির ঠিক সন্ধিক্ষণে তুমি আমার প্রপোজাল accept করলে বাশ তখন থেকেই আমাদের একসাথে পথ চলা শুরু। ছবি তে অনেকবার দেখা পেলেও সামনাসামনি তোমাকে দেখার ইচ্ছে টা প্রবল হয়ে গেলো। আমাদের পথ চলা শুরু হওয়ার প্রায় 15দিন পর 13ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ কিস ডে এর দিন আমাদের প্রথম দেখা হলো। সেই মুহূর্ত টা আমি চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই বাস স্ট্যান্ড এ তুমি দাড়িয়ে আছো। তারপর মাঠে বসে কিছু টা গল্প, ছবি তোলা। তোমাকে সেদিন হয়তো সামান্য কিছুই হয়তো দিয়েছিলাম কিন্তু তোমার প্রতি আমি পাগল হয়ে গেছিলাম তারপর বাস স্ট্যান্ড এ এসে রুটি ডিমের করি কি ভুলা যায়। বাড়ি ফিরেই আবার মনে হলো তোমাকে দেখি কিছুতেই নিজেকে আটকাতে পারলাম না তাই 2দিন পর আবার জুতো কিনার বাহানা দিয়ে চলে গেলাম দেখা করতে। বাশ এইভাবে সুন্দর চলছিলো দিন গুলো দিনে প্রায় 3-4 ঘণ্টা কথা, সপ্তাহে 1বার দেখা। মনে হয়েছিল বাশ জীবনে আর কি চাই এইতো জীবন। আমার জন্মদিন এ তোমার মা এর আমাকে উইশ করা আর তোমার দিয়া গিফ্ট গুলো আমার কাছে খুব প্রিয়। সেদিন রাতে তোমার মা এর সাথে ফোনে কথা বললাম তোমার মা বললো কিছু একটা 4করতে পারলে তোমার মা মেনে নিবে সেই রাতে যে কি আনন্দ পেয়েছিলাম ভাষায় বলা সম্ভব না। কিন্তু কথায় আছে না সকল সুখের ই অন্ত হয়। সেইরকম আমাদের ও হলো। হটাৎ একদিন শুনলাম তোমার জেঠিমা তোমার বিয়ের জন্য একটা ছেলে খুঁজেছে, ছেলেও কত ভালো চাকরি করে তার সামনে আমি কি সামান্য একজন পড়ুয়া। তারপর জীবনে হটাৎ করেই সব বদলে গেলো তুমি বললে তুমি আর আমার সাথে কথা বলবে না। তোমার মত না থাকা সত্ত্বেও তোমার বাড়ির লোক এর সুখের জন্য তুমি চলে যাবে। তাও আমি সেদিন তোমার হাত ছেড়ে দিই নি। তারপর 26 তারিক দিদির বিয়ের রেজিঃ এর জন্য তোমরা কান্দি আসলে। তোমার মা এর সামনাসামনি দাড়িয়ে কথা বললাম কিন্তু সেই ছেলে এর সামনে আমি কোথায়। সব আমার বিরুদ্ধে থাকলেও সেদিন তুমি আমার হাত টা ছাড়ো নি। তারপর আবার কি শুরু হলো কষ্টের দিন ফোনে কথা বলা কি জিনিস ভুলেই গেলাম তাও খুশি ছিলাম সারাদিন চ্যাট তো হয়তো। তোমার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও তোমাকে সেই ছেলে এর সাথে মাঝে মাঝে ঘুরতে যেতে হতো সেই সময় গুলো জাস্ট আমার বুক টা কষ্টে ফেটে যেতো তখন নিজেই নিজেকে সান্তনা দিতাম যে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। এইভাবেই অনেক দিন কেটে গেলো আমাদের তখন আর দেখাও হতো না ফোনে কথাও হয়তো হতো না বললেই চলে। যোগাযোগ এর একমাত্র পথ ছিল চ্যাট। প্রায় 3মাস পর তোমার জন্মদিন এর পরেরদিন আমাদের দেখা হলো কিছুই বড় করে করতে পারি নি সামান্য গঙ্গার ধারে cake কেটে ছিলাম। কিন্তু ওইদিন টা ছিল আমার কাছে খুব খুশির কারণ এতদিন পর তোমাকে দেখছি। তারপর এইভাবে অনেক মাস কেটে গেল 2মাস অন্তর একবার আমাদের দেখা হতো আর মাঝে মাঝে ফোন আর হ্যা মাঝে মাঝে ভিডিও কল টা হতো অতেই অনেক খুশি ছিলাম আমি। নিজের ফোনের গ্যালারি টা তোমার 4ছবি দিয়ে ভরিয়ে তুললাম। সরস্বতী পুজো এলো আমিও গেলাম দেখা করতে তোমাকে শাড়ি পরে নিজের চোখে দেখেই আমি পাগল সেদিন এর আমাদের তোলা ছবি গুলো আমার কাছে সারাজীবন এর প্রিয়। পরিস্থিতি তোমার বিরুদ্ধে ছিল তোমার বাড়ির সবাই চাইছিল তুমি বিয়ে করে নাও কিন্তু তুমি সেটা চাও নি আমার জন্য কতই না বকা খেয়েছো মা এর কাছে মার ও খেয়েছো তাও তুমি হেরে যাও নি। আমাদের ভালোবাসা জিতে ছিল সেই বিয়ে টা তোমার ভেঙে গেলো। তারপর তো লকডাউন পরে

গেলো এবার দুজন এর ইচ্ছে থাকলেও দেখা করার উপায় ছিল না। তারপর তুমি নতুন একটা ফোন কিনলে দেখা না হলেও রোজ তুমি 5মিনিট এর জন্য হলেও ভিডিও কল করতে বিশ্বাস করো এতেই আমি অনেক খুশি ছিলাম।lockdown কাটলো দিয়ে আবার আমাদের দেখা হলো। জীবন সত্যি ঠিক ই ছিল। একটা বছর কেটে গেলো আবার তোমার জন্মদিন এলো সেদিন প্রথম তোমাকে রেস্টুরেন্ট এ নিয়ে গেছিলাম খুব ভালো লেগেছিলো। তারপর দুর্গা পূজা এর নবমী এর দিন একসাথে ঘোরা সত্যিই সেরা ই ছিল দিন গুলো। এরপর হয়তো কিছু একটা অজ্ঞাত কারণেই আমাদের দূরত্ব বাড়তে থাকল, ঝগড়া ও বাড়তে থাকলো তাও আমরা কথা বলে ঠিক করে নিতাম। এরপর এলো 2021 এর সরস্বতী পূজা আমাদের দেখা হলো না বরং ঝামেলা হলো আর তার চার দিন পর 19 এ ফেব্রুয়ারি সব শেষ যাকে আমি আমার জীবনের সব ভাবতাম যাকে নিজের সব টা দিয়ে ভালোবাসতাম সেই আমার জীবন থেকে চলে গেল।চলে গিয়েও তুমি ভুলে ওয়াও নি আমাকে তাইতো আমার শরীর খারাপ রোজ নিয়ম করে ওবেলা আমার খোঁজ নিতে। আমার জন্মদিন এর প্রথম উইশ টা তুমিই করলে। আজও তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা একটুও কমে নি আমি আজও তোমার অপেক্ষায় কবে সেই তুমি আবার ফিরে আসবে আমার জীবনে আবার আনন্দ ভরে দিবে। শুধু তোমার অপেক্ষায়। খুব খুব ভালোবেসেছি তোমাকে, খুব খুব ভালোবাসি তোমাকে, আর খুব খুব ভালোবাসবো তোমাকে। যে কারনে চলে গিয়ে থাকো ফিরে এসো আমরা একসাথে সব বাধা অতিক্রম করতে পারবো।